

# বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা প্রসঙ্গে

## অর্ণব

‘বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে’ শীর্ষক আমার বহুতর্কিত প্রবন্ধটিতে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা প্রসঙ্গে আমার একটি মন্তব্য আছে - কবিসভা নামে একটি জনপ্রিয় ই-সভা স্থানীয় ডায়ালেক্ট, যাকে পশ্চিমবঙ্গীয়রা ভাষায় বাঙাল ভাষা বলেন, তাতে সাহিত্যচর্চা ও কাজকর্মের পক্ষপাতি। অবশ্য ঢাকায় কলকাতাই বাংলার সভঙ্গ চলন আছে যা তারা বাংলার মাধ্যমে আজ এপার বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত হয়ে বিশুদ্ধ হাস্যরস উৎপাদন করছে। বাস্তবিক কবিসভার প্রয়াস বাংলাদেশের লজ্জা-নিবারণী হবে, আশা রাখি।

ইন্টারনেটে যেসকল সোর্স রয়েছে তার মধ্যে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় সোর্স কবিসভা ইয়াব্লুগুপ। আমি নিজে একসময় সেই সভার সভ্য ছিলাম - বর্তমানে নেই। আমার সভাত্যাগের অন্যতম কারণ ছিল সেই সভায় পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক ভাষায় পত্রালাপে উৎসাহিত করা হত। আমি কলকাতার ভাষায় লিখতাম - ওঁরাও ছাপতেন, উত্তর দিতেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার মনে হত এই সভাটি ঠিক আমার জন্য নয় - সেটা মূলত ভাষা সমস্যার জন্য।

সেই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ব্রাত্য রাইসু এ ব্যাপারে পাঠক-পত্রদাতাদের উৎসাহিত করতেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে নিহিত ছিল, তিনি বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাকে সমর্যাদায় দেখতে চান। ‘মান বাংলা’ যাকে আমরা মূলত কলকাতার ভাষা বলে থাকি, তার ব্যাপক প্রসারে বাংলাদেশের মাটির ভাষার প্রকৃত রূপটি বিকৃত হবে। মূলত ভাষা সমস্যার কারণে সভাত্যাগ করলেও আমি মনে প্রাণে ব্রাত্য রাইসু মহাশয়কে সমর্থন করি। কারণ কলকাতাই ভাষাও ঠিক আমার ভাষা নয়, আমার ভাষা বাঁকুড়া অঞ্চলের কথ্য ভাষা- কিন্তু আজন্ম কলকাতাবাসের ফলশ্রুতি আমি সেভাষায় সাহিত্যরচনা তো দূর অস্ত বাক্যালাপেও অসমর্থ। এই লজ্জা থেকে অঞ্চলভাষার প্রতি আমি কিছুটা দরদী।

বাংলাদেশের জনতার দৃশ্য-শ্রাব্য চিত্র আজকাল মূলত তারা নিউজ ও বাংলাদেশি বেসরকারি চ্যানেল চ্যানেল আই’এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে সুপরিচিত হচ্ছে। তাতে আমরা হামেশাই দেখতে পাই, কলকাতার কেতাবি ভাষায় বাক্যালাপ কত কৃত্রিম লাগে তাঁদের মুখে। তার পাশাপাশি ২৬শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান দেখতে আসা এক ছোট্ট মেয়ে তার ছোট্ট অথচ অবিস্মরণীয় সাক্ষাৎকারটি দিল বিশুদ্ধ ঢাকাই ডায়ালেক্টে। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা প্রবীনরা এখনও অনেকে সেভাষায় কথা বলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছি, এই ভাষারও একটি নিজস্ব শক্তি আছে।

ইতিহাসের দিকে একটু তাকানো যাক। একসময় বাংলা লেখা হত সংস্কৃতের আদলে। ফোর্ট উইলিয়ামের পণ্ডিতবর্গের সেই অতিপাণ্ডিত্যের হাত থেকে বাংলা যখন মুক্ত হল তখনই বাংলা গদ্য সাহিত্য তার সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হল। আর তারও কয়েকশ’ বছর আগে থেকে বাংলা পদ্যসাহিত্যের স্বাভাবিক রূপটি আমরা প্রত্যক্ষ করেই আসছি। তার পর এল *হতেম পেঁচার নকশা* কথ্য ভাষা সেই থেকে বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করল বাংলা সাহিত্যে। আঞ্চলিক ভাষা সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে আরো অনেক পরে। তারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম টমাস হার্ডির ধাঁচে বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসে হাত দিলেন। তারপর বহু লেখকের বহু উপন্যাসে আমরা অঞ্চলভাষাকে অবলম্বন করার চেষ্টা দেখি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রবণতা দেখা গেছে। আমরা উত্তরবঙ্গেও এই উদ্যোগ শুরু হবার মুখে। তবে কলকাতা অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা আজকাল

টেলিভিশন, বেতার ও সরকারি কাজের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ এখন এই ভাষার দিকে ঝুঁকছেন - কথাতেই আছে ‘একবার কলকাতার হাওয়া গায়ে লাগলে, মানুষ সে ভাষাতেই কথা কয়।’ প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, এই কলকাতা অঞ্চলের ভাষা মূলত হুগলী-নদীয়া অঞ্চলের ভাষা, রাজশাহী অঞ্চলের নয়।

একই ভাবে মুক্ত-মনার মারফৎ জানলাম, শ্রদ্ধেয় ড. হুমায়ূন আজাদ তাঁর শেষ দিকের একটি বই পদ্মাপাড়ের কথ্যভাষায় রচনা করেছেন। এই ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি উৎসাহ পেলে বাংলাদেশে কেতাবি কলকাতাই ভাষার প্রচলন কমবে। সেটা তাঁদের মুখে অনেক স্বাভাবিক শোনাবে। প্রসঙ্গত আবার জানাই, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, মেদিনীপুর বা জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক ভাষায় কথোপকথনকারীদের মুখেও কলকাতাই ভাষা একই রকম কৃত্রিম শোনায়।

তাই বাঙাল ভাষা নিয়ে আমি ‘নিষ্ঠুর পরিহাস’ করতে চাইনি। এই ভাষায় সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত করতে চেয়েছিলাম।

ধন্যবাদ

১৪ই বৈশাখ, ১৪১৩  
বেহালা কলকাতা